

১৪.১ তরঙ্গ গড় (Harmonic mean) :

কোনো গণসংখ্যা বিভাজনের অশূন্য উপাস্তমানসমূহের উল্টা (reciprocal) মানের গাণিতিক গড়ের উল্টা মানকে তরঙ্গ উল্টান গড় বলা হয়। যদি n সংখ্যক অশূন্য উপাস্তমানসমূহের মান $x_1, x_2, \dots, x_n$ হয়, তবে তাদের উল্টান গড় হবে,

$$HM = \frac{1}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

আবার $x_1, x_2, \dots, x_n$ উপাস্তমানসমূহের গণসংখ্যা যথাক্রমে $f_1, f_2, \dots, f_n$ হলে, তাদের উল্টান গড় হবে,

$$HM = \frac{1}{\frac{f_1}{x_1} + \frac{f_2}{x_2} + \dots + \frac{f_n}{x_n}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{x_i}}$$

১৪.২ তরঙ্গ গড়ের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ (Advantage and disadvantage of harmonic mean) :

তরঙ্গ গড়ের সুবিধা : তরঙ্গ গড়ের সুবিধাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

- ১। এটা সকল মানের উপর নির্ভরশীল বলে বেশ নির্ভরযোগ্য ফল প্রদান করে।
- ২। এতে সহজে গাণিতিক ও বীজগাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যায়।
- ৩। এটা গাণিতিক গড়ের তুলনায় প্রান্তিক বা চরম মান দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।

তরঙ্গ গড়ের অসুবিধা : তরঙ্গ গড়ের অসুবিধাগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

- ১। এটা সহজে বুঝা যায় না।
- ২। তথ্যসারির সকল সংখ্যা জানা না থাকলে এ গড় নির্ণয় করা যায় না।
- ৩। সিরিজের কোন রাশির মান শূন্য হলে গড় নির্ণয় করা যায় না।
- ৪। এটা ছোট মানগুলোর উপর বেশি গুরুত্ব দেয়।

১৪.৩ তরঙ্গ গড়ের ব্যবহার (Uses of harmonic mean) :

- ১। অনুপাত বা হার নির্ণয়ে তরঙ্গ গড় ব্যবহার করা হয়।
- ২। কোনো তথ্যমালার ছোট মান বেশি থাকলে তরঙ্গ গড় ভালো ফলাফল প্রদান করে।
- ৩। যদি অনুপাত রাশির ক্ষেত্রে লব স্থির এবং হর পরিবর্তনশীল হয় তবে তরঙ্গ গড় প্রতিনিধিত্বমূলক ফল দেয়।